Sanatan Dharma

নন্দকিশ্বেরী শক্তিপীঠ

নন্দীকেশ্বরী সতীপীঠ

নন্দীকেশ্বরী শক্তিপীঠ:- এই সতীপীঠটি বীরভূমের সাঁইথিয়াতে অবস্থিত । বিষ্ণুর চক্রে খন্ডিত হয়ে মাতা সতীর কণ্ঠের হার মতান্তরে কণ্ঠের অস্থি(দেবীর মৃতদেহের ঘাড়-হাড়) এখানে পতিত হয় । বর্তমান মন্দিরটি 1913 সালে নির্মিত হয়েছিল ।

দেবীর হস্তে অবস্থিত সকল আভূষণ এমনকি হস্তের পদ্মটিও এক একটি দেবী শক্তি। সুতরাং দেবীর কন্ঠমাল্য থেকে দেবী সৃষ্টি হতেই পারে । পীঠনির্ণয়তন্ত্র শাস্ত্রে লিখিত আছে -

হার পাতো নন্দিপুরে ভৈরবনন্দকিশ্বেরঃ নন্দিনী সা মহীদেবী তত্র সিদ্ধি ভবাপ্লুয়াত্ ।।

দেবীর নাম এখানে নন্দিনী । ভৈরব হলেন নন্দকিশ্বের । অনেকে এই দেবীকে নন্দকিশ্বেরী বলে ডাকেন । দেবীর নামটি 'নন্দী' থেকে উৎপন্ন , যে শিবের বাহন, অনুসরণকারী এবং ঈশ্বরী মানে দেবী। যার অর্থ নন্দী দ্বারা যিনি পূজিত। কালীপুজোর সময় এখানে আলাদা করে পুজো হয় না। সারা বছরই পূজিত হন দেবী।

তন্ত্রচূড়ামণি মতে এখানে দেবীর কণ্ঠের মাল্যহার (কণ্ঠের অস্থি- দেবীর মৃতদেহের ঘাড়-হাড়)পতিত হয়েছিলো । বীরভূমের সাঁইথিয়া রেল স্টেশনের পাশেই ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দেবীর মন্দির । একটি প্রাচীন বট গাছ এখানে আছে । মন্দিরে দেবী সতীর অঙ্গশিলা দেখা যায় । সেখানেই পূজা হয় । মন্দিরের প্রধান মূর্তিটি কালো পাথরের, যা এখন প্রায় লাল। কারণ ভক্তরা প্রার্থনার জন্য পাথরের গায়ে সিন্দুর দেন। দেবীর একটি রূপালী মুকুট এবং তিনটি সোনালী চোখ । সেই লাল সিঁদুরে লিপ্তা অঙ্গশিলায় রূপোর নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, মুখ বসানো। পাশেই ভৈরবের মন্দির ।

রাম-সীতা মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, শিব মন্দির, মহা সরস্বতী মন্দির, মহা লক্ষ্মী-গণেশ মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, রাধা গোবিন্দ মন্দির, ভৈরব নন্দীকেশ্বরী মন্দির, হনুমান মন্দির সহ উল্লেখযোগ্য কিছু মন্দির রয়েছে। একটি বিশাল পবিত্র গাছ রয়েছে যেখানে ভক্তেরা তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য লাল এবং হলুদ সুতা বাঁধেন।

ভগবতী মা নন্দিনী কে প্রনাম জানিয়ে বলি -

কমলদলামল কোমলকান্তি কলাকলিতামল ভাললতে সকলবিলাস কলানিলয়ক্রম কলেচিলৎকল হংসকুলে ।অলিকুলসঙ্কুল কুবলয়মণ্ডল মৌলিমিলিদ্বকুলালিকুলে জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনী রম্যকপর্দিনি

Published on: Mar, 21 2023 11:18

শৈলসুতে ।।

এর অর্থ- হে মাতঃ । তোমার সুন্দর প্রশস্ত ললাট খানি পদ্ম পত্রের মতো অমলিন নিষ্কলঙ্ক, তুমি ক্রমবর্ধমান চন্দ্রকলার মতো উজ্জ্বল ও মনোহরণ কান্তিময়ী, সর্ব বিধি নৃত্যকলা ভঙ্গিমা বিলাসিত হংসগতিই তোমার চলনভঙ্গি । তোমার মস্তকের চূড়ার মতো বদ্ধ কেশে অলিকুল সমাবৃত বকুল ফুল, সেই মৌমাছির দল যেমন করে পদ্মফুলে দলে ভীড় করে ঠিক তেমন ভাবেই তারা সেই বকুল ফুলের দিকে ধাবমান । তুমি শৈলসুতা জটাজুটধারিণী পার্বতী । তুমিই মহিষাসুর বধ করেছো । তোমায় জয় হোক ।

লাল রঙের মন্দিরের পিরামিডাল গম্বুজটি দেবী নন্দিনীর গর্ভগৃহকে নির্দেশ করে যেখানে তিনি নন্দিকেশ্বর নামে পরিচিত তার ভৈরবের সাথেও পূজিত হন। সেখানে কোনো মূর্তি নেই, দেবতাকে কচ্ছপের আকৃতির পাথর হিসেবে পূজা করা হয়, যা সিঁদুরে ডুবানো হয়। দেবতা একটি রৌপ্য মুকুট এবং তিনটি সোনালী চোখ দিয়ে শোভিত। ভক্তরা তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য মন্দিরের পাশে অবস্থিত প্রাচীন বটগাছের উপর একটি লাল বা হলুদ ধাগা (সুতো) বেঁধে রাখে।

সাধক বামাখ্যাপা যখন মায়ের দেখা পাওয়ার জন্য তারাপীঠে সাধনা করছেন, আকুল হয়ে মা কে ডাকছেন, ঠিক সেই সময় তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন মা নন্দীকেশ্বরী। বামখ্যাপাকে মা নন্দীকেশ্বরী স্বপ্নাদেশ দেন আগে তাঁর পুজো করতে, তারপরেই সিদ্ধিলাভ হবে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে বামাখ্যাপা মা নন্দীকেশ্বরীর দ্বারে পুজো দেন এবং এবং সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর থেকে আজও তারাপীঠের দর্শনার্থীদের অনেকেই যাতায়াতের পথে মা নন্দীকেশ্বরীর মন্দিরে প্রণাম করে যান।

জয় জয় নন্দিকেশ্বরী

নন্দীকেশ্বরী মন্দিরটি নন্দীপুর গ্রামে অবস্থিত, যা এখন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া শহরের একটি অংশ । সাঁইথিয়া শহরটি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। নন্দীকেশ্বরী মন্দিরের নামানুসারে সাঁইথিয়া 'নন্দীপুর' নামেও পরিচিত। সাঁইথিয়া হল বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর মহকুমার একটি শহর ও পৌরসভা।

নন্দীকেশ্বরী মন্দির এর অন্যান্য মন্দির শিব মন্দির, মহা সরস্বতী মন্দির, মহা লক্ষ্মী গণেশ মন্দির বিষ্ণু লক্ষ্মীর মন্দির রাধা গোবিন্দ মন্দির, ভৈরব নন্দীকেশ্বরী মন্দির, হনুমান বজরংবলী মন্দির এছাড়াও একটি প্রাচীন বটগাছ রয়েছে যা মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়েছে এবং ভক্তরা এই পবিত্র স্থানে মা দুর্গার উদ্দেশ্যে লাল রঙের দড়ি দিয়ে বাঁধেন।

Address: 165, Mayurakshi Sarani, Beside Sainthia Rail station, Sainthia, West Bengal,PinCode:-731234

Nandikeshwari Temple Opening & Closing Timing:

Daily Temple Open From 06:00 A.M -to -01:00 P.M and 05:00 P.M -to 01:00 P.M

Daily Temple Close From 01:00 P.M-to- 05:00P.M

সকাল 6.00 টা থেকে 10.00 টা পর্যন্ত মন্দিরের দরজা ভক্তদের জন্য খোলা থাকে।

মন্দিরের আচার-

বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা (পূর্ণিমা) এবং কালী পূজার শুভ উপলক্ষে সাঁইথিয়ার এই মন্দিরে বিশেষ পূজা ও যজ্ঞ করা হয়।

নিত্য পূজা, পূজা ও আরতি ছাড়াও প্রতিদিন দুপুরে মাতা নন্দীকেশ্বরীকে অন্ন-ভোগ দেওয়া হয়। পরে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

Published on: Mar, 21 2023 11:18